ইত্তেফাক

তারিখ ২৫/৪/৮১

কলাম

112

জাতীয়কৃত কলেজের শিক্ষকদের সমস্যা

নব-জাতীয়কৃত ৬৬টি কলেজের "কার্যকরী চাকুরী" ২৩-৩-৮১ ইং তারিখের সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত "আত্মীকরণ নীতিমালা '৮১" অনুসারে নিরূপিত হইতে চলিয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তির শর্তানুসারে সংশ্লিষ্ট কলেজে জাতীয়করণ তারিখের পূর্বের চাকুরীকালের অর্ধেক-কালকে "কার্যকরী চাকুরী" হিসাবে গণা করা হইবে। এই নিয়ম দেশের জাতীয়কৃত কলেজের বেলায় আগেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তিতে একটি নুতন শর্ত সংযোগ করা হইয়াছে—পূর্ববর্তী চাকুরীকাল সংশ্লিষ্ট কলেজে চার বৎসরের কম হইলে, এমনকি এক দিন কম হইলেও, "কার্যকরী চাকুরী" শূন্য বলিয়া ধরা হইবে। ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন শর্ত। এই শর্ত নব জাতীয়কৃত কলেজে চাকুরীরত অনেক শিক্ষকের স্বার্থের পরিপন্থী। ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক যে যদিও ভুক্তভোগী শিক্ষকগণ তাঁহাদের মূল্যবান সময় ও পবিত্র দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কলেজেই উৎসর্গ করিয়াছেন তথাপি চার বৎসরের কম হইলে তাঁদের কোন চাকুরীকালই গণনা করা হইবে না। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে চার বৎসর হইলে সম্পূর্ণ কালই ধরা হইবে। পক্ষান্তরে চার বৎসরের একদিন কম হইলেই একেবারে শূন্যের ঘরে।

আমাদের আকুল আবেদন, চার বৎসর পূর্ণই হউক আর কমই হউক না কেন, চাকুরী চাকুরীই, শিক্ষকতা শিক্ষকতাই। ইহাও গণনা করা উচিত। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই অপরিহার্য বিষয়টি সহানুভূতির দৃষ্টিতে পুনঃ বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ নূতন বৈষম্যমূলক শর্তটিকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভুক্তভোগী শিক্ষকদের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা করিবেন।

—মোঃ হারুনর রশিদ প্রভাষক, সরকারী মহিলা কলেজ, কুমিল্লা